অধ্যায় ১০ : আধুনিক বাংলা উপন্যাস পাঠ—৪

বিন্যাসক্রম

১০.১ জ্ঞাতব্য বিষয়
১০.২ পরিচিতি
১০.৩ তিতাস একটি নদীর নাম- সমাজ জীবন
১০.৪ তিতাস একটি নদীর নাম- নামকরণ
১০.৫ তিতাস একটি নদীর নাম- লোকসংস্কৃতি
১০.৬ অধ্যায় সংক্ষেপ
১০.৭ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম
১০.৮ অতিরিক্ত পঠন
১০.৯ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত
১০.১০ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১০.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

- এই অধ্যায় অধ্যয়ন করে আপনি তিতাস একটি নদীর নাম উপন্যাসের সমাজজীবন সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- তিতাস একটি নদীর নাম উপন্যাসের নামকরণ যথার্থ হয়েছে কিনা বিচার করতে সক্ষম হবেন।
- তিতাস একটি নদীর নাম উপন্যাসে বিবৃত মাল্যদের লোকসংস্কৃতির সাথে পরিচিত হবেন।

১০.২ পরিচিতি

অদ্বৈত মল্লবর্মনের অমর সৃষ্টি 'তিতাস একটি নদীর নাম' জেলে জীবনের মহাকাব্য। অদ্বৈত তিতাস নদীর তীরবর্তী গোকর্ণঘাট গ্রামে দরিদ্র মালো বংশে জন্মগ্রহণ করেনিল। ফলে মালো সমাজের যে বাস্তব বর্ণনা অদ্বৈত এর পক্ষে দেওয়া সম্ভব, অন্য লোকের পক্ষে তা সম্ভব নয়। এই অধ্যায়ের অদ্বৈতের মালোসমাজ কীভাবে অঙ্কিত হয়েছে তার চুলচেরা বিশ্লেষণ করা হবে। 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে ব্যক্তি চরিত্র নয় গোষ্ঠী চরিত্র প্রাধান্য পেয়েছে। এবং সেই গোষ্ঠীর যাপনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে আছে যে তিতাস নদী, তার নামে উপন্যাসের নামকরণ হয়েছে। তবে সেই নামকরণ কতটা যুক্তিসঙ্গত হয়েছে এ বিচার বর্তমান অধ্যায় আলোচনা করা হবে। উপন্যাসে মালো সম্প্রদায়ের নিজস্ব সংস্কৃতি রয়েছে যা মালো সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করে রাখো। এবং ওই সংস্কৃতিতে ভাঙ্গন ধরলে মালো সমাজে বিপর্যয় নেমে আয়। 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে মালো সংস্কৃতির বিস্তীর্ণ বিবরণ রয়েছে আলোচ্য অধ্যায়, সে বিচার আলোচনা করা হবে।

১০.৩ তিতাস একটি নদীর নাম- মানব জীবন

'তিতাস একটি নদীর নাম' গোষ্ঠী জীবন-প্রধান উপন্যাস। তিতাস নদী তীরবর্তী মৎস্যজীবী মানুষের জীবন আখ্যান রচনা করেছেন অদ্বৈত মল্লবর্মণ। যিনি নিজেই সেই সম্প্রদায়ের জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

জীবন অভিজ্ঞতাকে শিল্প অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ করেছেন অদ্বৈত। উপন্যাসে ব্যক্তি জীবন নয়, গোষ্ঠী জীবন প্রাধান্য পেয়েছে। মাল্য সমাজের খুঁটিনাটি বর্ণনা রয়েছে উপন্যাসে। সমালোচক সুস্নাত জানা তাঁর 'তিতাস জেলে জীবনের মহাকাব্য' প্রবন্ধে প্রণিধানযোগ্য মন্তব্য করেছেন-একটি জাতির সম্রজীবনের সংরক্ষিত এবং সভ্যতার ইতিহাস, তার লোকাচার ,সমাজ ও অর্থনৈতিক জীবনের বিন্যাস তাদের গীতিময় উত্তরাধিকারী ধর্মীয় ঐতিহ্য যা অদ্বৈতির রচনায় ফুটে উঠেছে।

দরিদ্র মালোদের নিত্য সংগীত। জীবন জীবিকার সংগ্রামী জীবনলেখ্য। উপন্যাসে দেখি তিলোকচাঁদ সুচল মালো যখন তার লোকের নিজস্ব জাল ও নৌকা ছিল না। মহাজনের কাছে মাদকের ঋণ কোনদিন শোধ হয় না। সুবলের বাপ মারা গেছে সুবল 'মাথা তোলা' হয়ে কিশোরের নৌকায় গিয়ে উঠে কারণ কিশোরের নিজস্ব হাল ও নৌকা ছিল। অন্যদিকে বিজয় নদীর পাড়ের বুধাই মালো মাছ মারা সম্প্রদায়ের মানুষ হলেও আর্থিকভাবে সচ্ছল হওয়ার জন্য সাধারণ মানুষের চোখে জমিদারের মতোন'ই ছিল। এইরকম ভাবে কালো চরণ মালো হলেও নৌকা ও জালের মালিক বলে আরেক মালো সুবলা তার বেতনচারী ভৃত্য হয়েছে। এক ঝড় তুফানের দিনে জিওলের খেপ দিতে গিয়ে কালাবরণের অন্যায় নির্দেশ রক্ষা করতে গিয়ে নৌকার তলায় চাপা পড়ে মারা যায় সুবল। মানুষ সমাজের ভেতরকার শ্রেণি দ্বন্দ্বকে নিখুঁত বাস্তবতার উপন্যাসের তুলে ধরেছেন অদ্বৈত। সমাজের উচ্চ বর্গ ও নিম্ন বর্গের মানুষের ভেদাভেদের চিত্র উপন্যাসের নানা জায়গায় ছড়িয়ে রয়েছে। অনন্তর মার পূর্ণবাসনের প্রসঙ্গ যে সভায় আলোচিত হয়েছে তার বর্ণনাটি লক্ষ করার মতো। মালোদের মধ্যে যাদের টাকার জোর, গায়ের জোর বুদ্ধির জোর আছে সেই সকল গণ্যমান্যরা সেই বৈঠকে সুন্দর সুন্দর বিছানায় বসে । সাধারণ মালোরা এদিক-ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে। বাবার সঙ্গে বামুন কায়েত এর বাড়িতে দুধ বেচতে গিয়ে কাদিরের ছেলে তিক্ত অভিজ্ঞতার সঞ্চয় করেছে। বামুন কায়স্থরা নিজেরা চেয়ারে বসে কাদেরকে নোংরা তক্তায় বসতে দিয়েছে নিমের মসৃণ হুক্কা টেনেছে যার কাদেরকে দিয়েছে 'মাচার তলায় হেলান দিয়ে রাখার সরু খামচাখানেক আকারের থেলো'। স্ব-গুষ্টির বিরুদ্ধে গিয়ে বাজারে কাইটের সঙ্গে মেলামেশা করত যে তামসির বাপ একদিন সেও অনুভব করেছে উচ্চ বর্ণের মানুষেরা আজ্ঞা করে মালোদের- "তারা মালদের ঘরে নেয় না মালরা কোন জিনিস ছুলে সেই জিনিস তারা অপবিত্র মনে করে। পূজা পার্বণে মালোরা তাদের বাড়ির প্রসাদ খাইলে এটুক পাতা নিজেদের ফেলিয়া আসিতে হয়।.... মালোরা মালো বলিয়া কি মানুষ নহে।" 'মালির কন্যার হাতে জল খাওয়ার জন্য ব্রাহ্মণ সন্তান বুরুজের জাতি নষ্ট হওয়ার গল্প শুনে ছোট রামঙ জিজ্ঞাসা করেছে-' তিয়াস লাগিল, এক গেলাস পানি খাইল, আর জাতি গেল ?... কেন গেল ?... গেল যে তাই বা সে জানিতে পারিল কি করিয়া ?"

'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে জলজীবীর পাশাপাশি কৃষিজীবী মানুষেরও প্রসঙ্গ এসেছে। এই দুই নিয়ে গড়ে উঠেছে উপন্যাসের কাহিনি। বিরামহরের কাদির ছাদের সচ্ছল চাটি হলেও করম আলী বন্দে আলীর মত জমিহীন কৃষক মালো পাড়ায় কম ছিল না। জোতদারের কাছেই গ্রামে বন্দী জীবন যাপন করে তারা। এই মনি যাদের জীবনযাত্রা বর্ণনার সূত্রে নদী সমাজের বৃত্তির বর্ণনাও করেছেন লেখক। চাষীও কোন পরিবারের মেরুর অর্থ উপার্জনের জন্য সুতো কাটে ধান ভাঙ্গে কাঁথাও সেলাই করে। নয়া কান্দা শুকদেবপুর ভ্রমণকালে কিশোর দেখেছে সেখানকার মালোদের জাল ও হাল দুই আছে যা গোকর্ণ ঘাটের মালোদের নেই। কিশোর বুঝেছে জাল গেলেও তিতাস একদিন মুখ ফিরিয়ে নিলেও হাল এদের বাঁচিয়ে রাখবে। তিতাসের বুকে চড় জেগে উঠলে সেই চরের মাটি নিয়ে মালোদের সঙ্গে চাটিয়াদের সংঘর্ষ হলে মালোরা পরাজিত হয়। তিতাসের দখল নেয় চাষিরা। এইভাবে মালো সমাজের ভেতরকার দ্বন্দ্ব সংঘাতে নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছেন অদ্বৈত মল্লবর্মণ। আকার নিম্নবর্গের মানুষের মধ্যে প্রেম প্রীতি ভালবাসার যে ঘটন বন্ধন রয়েছে তারও বর্ণনা পাই কাদির -বনমালী, রামপ্রসাদ, বাহাকল্লার গল্পে।

ছেলেমেয়েদের শিক্ষার প্রতি দারিদ্র্য জর্জর মালোদের আগ্রহ না থাকাই স্বাভাবিক। ও কিন্তু দূরদৃষ্টি সম্পন্ন কিশোর সমান পরিবর্তনের ছবি স্পষ্ট দেখতে পেয়েছে। কিশোর দেখেছে ভৈরব বন্দরের মালোরা 'জামা জুতো ভাড়া কইরা রেল কোম্পানির বাবুরা বাসার কাঁচ দিয়ে বেড়ায় খার বাবুরাও মালোপাড়ায় বইয়া তামুক টানে আর কয় পোলাপান স্কুলে দেও-শিক্ষিত হও শিক্ষিত হও। 'শিক্ষার আলো থেকে দূরে যারা গোকর্ণ ঘাটের মানুষরা যে ক্রমাগত জীবনযুদ্ধে পিছিয়ে পড়বে কিশোর ঠিক অনুমান করতে পার।

মালো সমাজের ভাঙ্গন উপন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। অদ্বৈত দেখিয়েছেন মালো সমাজের নিজস্ব সংস্কৃতি যখন শুরাহয় চটোল ও অশ্লীল শহরে সংস্কৃতি দ্বারা তখন তিতাসের বুকেও চর দেখা দিতেছে। মালো সমাজের অভ্যন্তরীণ এই সংকটকে বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছেন লেখক। পুঁজিবাদী শক্তির যাবতীয় কলা কৌশলকে নগ্ন করে দেখিয়েছেন অদ্বৈত। আগে ত্রিপুরার রাজাদের নিয়ম ছিল মালোরা রাজার বাড়িতে বছরে একবার দশবার করে মাছ দেবে। কিন্তু এখন তারা মালোদের কাছে খাজনা চায়। অন্যদিকে আনন্দবাজারের লোকেরাও মালোদের কাছে খাজনা দাবি করে চাপ দিতে থাকে। মাতব্বর রামপ্রসাদ জোড় গলায় বলোছে মালোরা কোনদিন মাছ দেখতে মাশুল দেয়নি, এবারও দেবে না। কিন্তু পুঁজিবাদীর শক্তির বিরুদ্ধে একজোট হয়ে লড়তে পারেনি মালোরা। ঋণদান কোম্পানির বাবুদের অত্যাচারে এবং তাদের সহযোগী পালেদের চক্রান্তে ঘটিবাটি হারিয়ে স্বাধীন জীবিকা মরি মালোরা প্রথমে দিন মন্ত্ররে পরে ভিখিরিতে পরিণত হল। ঠিক যেমন ভাবে নিজেদের সংস্কৃতি বাঁচাতে বাসন্তী ও মোহনের সাথী হয়ে তারা লড়তে পারেনি। বরং চাকচিক্য ময় যাত্রা দল হার সস্তা গানের আকর্ষণে তারা ছুটে গেছে তামসির বাপের বাড়ি কালোবরন বেপারীর বাড়ি। অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত মালোদের নিজস্ব সংস্কৃতিও যখন আর রইল না তখন তাদের নিশ্চিন্ত হয়ে যাওয়াটা ছিল শুধুই সময়ের

অপেক্ষা। মালো সমাজের যে পুঙ্খানুপুঙ্খা বর্ণনা অদ্বৈত দিয়েছেন তা সম্ভবই হত না যদি তিনি এই সম্প্রদায়ে জন্মগ্রহণ না করতেন।

অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

১। বর্ণ বৈষম্যের যে ছবি 'তিতাস একটি নদীর নাম 'উপন্যাসে রয়েছে তার সংক্ষেপে আলোচনা করুন ।(১৫০ শব্দের মধ্যে)

১০.৪ 'তিতাস একটি নদীর নাম' :নামকরণ

'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসের কেন্দ্র বিন্দুতে রয়েছে তিতাস নদী। উপন্যাসের প্রথম কয়েকটি পৃষ্ঠা জুড়ে তিতাস নদীর যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তাতে তাকে নদী নয় যেন মানুষ হিসেবেই আমরা দেখতে পাই। উপন্যাসের শুরুতেই রয়েছে-

"তিতাস একটি নদীর নাম। তার কুল জোড়া জল বুক ভরা ঢেউ প্রাণভরা উচ্ছ্বাস। স্বপ্নের ছন্দে যে বহিয়া যায়। ভোরের হাওয়ায় তার তন্দ্রা ভাঙ্গে দিনের সূর্য তাকে পাতায় রাতের চাঁদ ও তারার তাকে নিয়ে ঘুম পাড়াইতে বসে, কিন্তু পারেনা"।

তিতাস ছোট্ট নদী। পদ্মা বা মোঘানার মতন বড় নয় দুরন্ত নয়। ভূগোল বা ইতিহাসের পাতায় তিতাসের স্থান নেই। তিতার শান্ত ও স্নিগ্ধ। তিতাসের প্রতি তুলনা হিসাবে উপন্যাসে তেরো মাইল দূরের বিজয় নদীর প্রসঙ্গ এসেছে। চৈত্রের ঘড়ায় বিজয় নদী শুকিয়ে যায় কিন্তু তিতার শুকিয়ে যায় না। তিতাস পারের মালোর জীবন তিতাসের মতোই নিরবধি বয়ে চলেছে। ঔপন্যাসিক লিখেছেন 'নদীর একটা দার্শনিক রূপ আছে। নদী বহিয়া জলে কাল ও বহিয়া চলে। কালের বহার শেষ নাই। নদীরো বহার শেষ নাই।'

তিতাস পাড়ের মালো গোষ্ঠীর জীবন আষ্টেপৃষ্ঠে বাধা রয়েছে তিতাস নদীর সঙ্গে। লেখক জানিয়েছেন,'মায়ের স্নেহ ভাইয়ের প্রেম বউ মেয়েদের দরদের অনেক ইতিহাসের তীরে তীরে আঁকা রহিয়াছে।' মালোদের সুখ-দুঃখ প্রেম প্রীতি আশা-আকাঙ্ক্ষার স্বপ্ন সবকিছুর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে তিতাস নদী। এ প্রসঙ্গে সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যটি প্রাধান্য যোগ্য— 'মৎস্যজীবীদের নদীতে মাছ ধরার বর্ণনা ইহার একটি প্রধান অধ্যায়; লেখকের এক আকর্ষণ নদী তীরের গ্রাম সমাজের ধর্মকেন্দ্রিক ও উৎসবছন্দগ্রথিক জীবনযাত্রার সরল বিশ্বাসী মালো ও কৃষকদের স্নিগ্ধ শান্ত জীবন স্মৃতির ধর্ম বিশ্বাস উদ্ভব বদ্ধমূল সংস্কৃতি চর্চায়।'

আমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছি মালোদের সংস্কৃতি চর্চা ও সম্পূর্ণভাবে তিতাস কেন্দ্রিক। মালোরা শুধুমাত্র আর্থিক কারণেই তিতাসের ওপর নির্ভরশীল নয় তিতাসের সঙ্গে মালোদের বাড়ির সম্পর্ক। তিতাসের ঢেউয়ের ওঠা পড়ার সঙ্গে মালদের জীবন দোলায়িত হয়।

'তিতাস একটি নদীর নাম' চারটি খণ্ডে বিন্যস্ত উপন্যাস। প্রত্যেক খণ্ডে রয়েছে দু'টি করে পর্ব। আমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছি নদীকে ঘিরে আখ্যানের বিকাশ ও পরিণাম ঘটেছে। উপন্যাসের সমস্ত পাত্র-পাত্রী মন মেজাজ এর ওপর তিতাসের প্রভাব ক্রিয়াশীল হয়েছে। যে কিশোরের কবি মনকে জাগিয়েছে তিতাস সেই এক জাগরণ ঘটেছে কিশোরের পুত্র অনন্তর মনে। বাসন্তী, অনন্ত ,অনন্তর মা, উদয়তারা, রামপ্রসাদ, কাদির, ছাদের, বাহারুল্লাহ এরকম কতরকম চরিত্র উপন্যাসে আছে। আবার নিমিষে চলেও গেছে ঠিক তিতাসের বহতা জলের মতো।

ভিন্ন ভিন্ন সব চরিত্র, ভিন্ন তাদের কথা কথকতা কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যও এদের বিচ্ছিন্ন মনে হয় না। উপন্যাস কাহিনিতে এদের এক সুতোয় জড়িয়ে রেখেছে তিতাস নদী। উপন্যাসের নায়ক যদি কেউ থাকে তবে তর্ক হীন ভাবে সেটা তিতাস নদী। উপন্যাসটি নামকরণ সুন্দর ও সার্থক হয়েছে বলে আমরা মনে করি।

১০.৫ তিতাস একটি নদীর নাম : লোকসংস্কৃতি

তিতাস একটি নদীর নাম উপন্যাসটিকে লোকসংস্কৃতির ভাণ্ডার বলা যায়। মালো সম্প্রদায়ের সংস্কৃতিকে এভাবে দেখানো যেতে পারে—

বস্তুকেন্দ্রিক উপাদান:

লোক দ্রব্য:

জাল: ভেশাল জাল, ভৈরব জাল, ছান্দিজল, জগৎ বেড়ে।

অন্যান্য দ্রব্য: মালশা, টিকা, পুকা, বর্ঁড়াশি ,লাঙ্গল, জোয়াল, কাঁচি, নিড়ানি, মুড়ি, চড়কি, টেকো, তকলি, গাবের মটকি, কুপি, করাত, পাঁজন, শনের সুতো।

লোকবাদ্য: গোষ্ঠীযন্ত্র, খোল, বাঁশি, করতাল, রাম করতাল, ঢোলক, সারিন্দা, খঞ্জনি

অলংকার: কঙ্কন, গলার পাঁচ নরি, গোধানী, বাংগড়ি

যন্ত্র: মুলি বাঁশেরকান্দি, কাঁদি, এককেঠে, কোচ, চল।

লোককলা: চৌয়ারী,আলপনা, মূর্তি

লোকখাদ্য: পিঠা, পায়েস, মুড়ি ,ছাতু, গাঁজা, জাউ, কদমা বাতাসা

লোকপরিচ্ছেদ: ধুতি, ছাতি, ফতুয়া, পিরাণ

লোকবিশ্বাস:

উপন্যাসে দেখি কিশোর সুবল ও তিলক প্রবাস যাত্রাকালে' পাঁচ পীর বদরের ধ্বনি দিয়া প্রবল লগি খেলা দিল তিলক।'করম আলী খাঁর বন্দেখালি গরু নিয়ে নদী পার হওয়ার সময় 'গরুদের লেজে ধরিয়া আল্লাহ আল্লাহ মুমিন বলিয়া সাঁতার দেয়।'

অশিক্ষিত কুসংস্কারছন্ন মালুর ঝড় তুফান এলে প্রাণপণে সীতা ,রাম, লক্ষণকে স্মরণ করে। আরাধ্য দেবতাকে শান্ত করার জন্য পিঁড়ি পেতে দেয়। যাদু বিশ্বাস মালো সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। সমাজে আছে নানা রকম ট্যাবু। ঝড় থামাতে উদয় তারা মন্ত্র পাঠ করেছে এবং যেচে চিৎকার করে বলেছে 'এই ঘরে তোর ভাইগ্না বউ, ছুঁইস লা, ছুঁইস লা।'একমালো নারীর শ্বশুরের নাম পাণ্ডব বলে বলে বট পাতা।

লোকচার: মালো সমাজের বাচ্চার জন্ম হলে উলুধ্বত্রির সংখ্যা বলেই বোঝা যায় সদ্যোজাত সন্তান ছেলে না মেয়ে কারণ'ছাইলা হইলে মাছ ঝাড় জোকার, মাইয়া হইলে তিন ঝাড়।'সন্তান জন্মের অষ্টম দিনে পালনীয় 'ঘাটকলাই' এর বর্ণনা রয়েছে উপন্যাসে।

উৎসব ও ব্রত কথা:

তিতাস একটি নদীর নাম উপন্যাসে উত্তরায়ণ সংক্রান্তি, মাঘমোজন, দোল উৎসব, ভাইফোঁটা এবং জালাবিয়ার প্রসঙ্গ রয়েছে।

পূজা পার্বণ:

মালো সমাজের কালী পূজা, মনসা পূজা, দুর্গা পূজা, প্রচলিত আছে। এছাড়াও সুবচনী ও বাঊচণ্ডীর পূজার প্রসঙ্গ উপন্যাসে আছে।

লোকক্রিড়া: লাইখেলা ,পুতুলখেলা

ভাস্বিক উপাদান:

ছড়া:'দম্ব দম্ব তাই তাই, ঠাকুর লইয়া পূবে যাই'

'কাউয়ার দাদা মরল, কুলা দিয়া ঢাকল, কাউয়া দূর হ।'

জিভে কামড় শিরে হাত, কেমনে আইলো জগন্নাথ?

'কি কথা বেঙের মাথা।'

ধাঁধা: 'হিজল গাছে বিজল ধরে সন্ধ্যা হইলে ভাইঙ্গা পড়ে'

উত্তর: বাজার

'পানির তলে বিন্দাজী গাছ ঝিকমিক করে'

'ইলসা মাছের ঠোকর দিলে ঝড় মোড়াইয়া পড়ে'

উত্তর :কুয়াশা

'আদা চাখচাক দুধের বর্ণ

এ মিলক না ভাঙ্গাইলে বৃথা জন্ম।'

উত্তর: টাকা

প্রবাদ:

'পুত ও কুত্তার মত'

'কাকের মুখে সিন্দুইরা আম'

'মানুষের কুটুম আসা যাওয়ায় আর গরুর কুটুম লেহনে পুছনে'

'যা মরণে বাপ তালই,ভাই বোনের পশু'

'গাঙ্গে গাঙ্গে দেখা হয় তবু ভইনে ভইনে দেখা হয় না'

'কাজের ভাসমি নাই ,খাওনের গোঁসাই।'

'একেবারে হাতে বৈঠা ঘাটে নাও অবস্থা।'

'পর শাসনের আগে ঘর শাসন কর।'

'পিরিতির নাও শুক্লার চলে'

'মা নাই যার, স্যার কপাল তার।'

লোককথা (পরস্তাব)

তিতাস একটি নদীর নাম উপন্যাসে দেখি, লোককথা মালো সামনে পরস্তাপ নামে পরিচিত। উপন্যাসের বিভিন্ন পর্বে অজস পরস্তাপ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

লোকগীত:

তিতাস একটি নদীর নাম লোকগীতে ভরপুর। মাঘ মন্ডল ব্রতী মেয়েরা গেয়েছে 'লও লও সুরুজ ঠাকুর লও ঝুঠায় জল 'এবং 'সখি ঐ ত ফুলের পালঙ রহিল, ওই কালাচাঁদ আইলো। রোমান্টিক কিশোরের কণ্ঠে আমরা শুনি 'উত্তরের জমিনেরে সোনাবন্দু হলি চচে।' দোল উৎসবে রাধার দল ও কৃষ্ণের দলের মধ্যে গানের মধ্যে দিয়ে রঙ্গ রসিকতা হয়। রাধার দল গেয়েছে 'সুখ বসন্তকালে, ডেকো নারে/ওরে কোকিল কলি ঢুমারে।' কৃষ্ণের দল গেয়েছে 'বসন্তকালে এলোরে মদন/ঘরে রয় না আমার মন।'

ভাসমান নৌকা থেকে মাঝে মাঝে ভেসে আসে মুর্শিদা গান 'এলাহীর দরিয়ার মাঝে নিরঞ্জনের খেলা,/শিল্পপাথর ভাসিয়া গেল শুকনায় ডুবল ভেলা।' নয়া বসত পূর্বে রামপ্রসাদ ও বাহারুল্লার আলোচনার কয়েকটি জারি গানের প্রসঙ্গ উঠে এসেছে যেমন- 'মনে লয়ে উড়িয়া যায় কায়বালার ময়দানে।'ময়দানের কাজলে মনে কি ঘাড় মানেরে বিরিক্ষির পত্র ঝরে'।

নৌকাবৈচরে সময় প্রতিযোগিতায় যেসব শারি গান গেয়েছে তার মধ্যে আছে 'তারে ডাকবে দলান এর বাইর হইয়া গো।' 'চাঁদ মিয়ারে বলি দিল কে দারোকা জিজ্ঞাসা', 'বিয়ারির মাথায় লম্বা কেশ/খোপায় বান্দে নানান বেশ' ইত্যাদি।

কালা বরনের বাড়িতে যে যাত্রাপালা অভিনীত হয়েছে সেখানে হারমোনিয়াম, তালা, ভায়োলিন, সহযোগ গায়ক গিয়েছে নতুন গান—"লাগলো বিষম যুদ্ধ এবার দেবতা দানকে।" একই সময়ে নিজেদের সংস্কৃতি বাঁচাতে বাসন্তী ও মোহনের নেতৃত্বে গানের আসর বসেছে মোহনের বাড়িতে। কালো বরণের বাড়ির চতুল গ্রামের বিপরীতে মোহনের বাড়িতে গাওয়া হয়েছে দেহতত্ত্ব, বিচ্ছেদ, এবং হরিবংশের গান । এসব ছাড়াও উপন্যাসে বৈষ্ণব গীতি ভাটিয়ালি এবং কবি গানের প্রসঙ্গ রয়েছে।

লোক সংস্কৃতির এমন বিপুল ভান্ডার বাংলা সাহিত্যে দ্বিতীয়টি নেই।

আসুন জেনে নিই:

অদ্বৈত মল্লবর্মনের প্রবন্ধ নিবন্ধের অধিকাংশই লোকসংস্কৃতি বিষয়ক। এই প্রবন্ধ গুলি পাঠ করলে আমরা অনুধাবন করতে পারব লোকসংস্কৃতির নির্দিষ্ট গবেষক কীভাবে লোকজ জীবনের অসামান্য সৃষ্টি হয়ে উঠেছে।
মালো সম্প্রদায়ের বৈচিত্র্যময় লোকসংস্কৃতি যে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে রয়েছে তার সঙ্গে একমাত্র সমরেশ বসুর 'গঙ্গা' উপন্যাসের তুলনা হতে পারে।

অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

২। 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে লোকগীতের ব্যবহার বিষয়ে লিখুন। (১৫০ শব্দের মধ্যে)

১০.৬ অধ্যায় সংক্ষেপ

- অদ্বৈত মল্লবর্মণ তার জীবন অভিজ্ঞতাকে শিল্প অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ করেছেন।
- তিতাস একটি নদীর নামে 'জনজীবন মানুষের পাশাপাশি কৃষিজীবী মানুষের যাপন চিত্র ফুটে উঠেছে।
- উপন্যাসর ছোট বড় সব আপাত বিচ্ছিন্ন চরিত্র ও ঘটনাবলীকে এক সুতোয় বেঁধে রেখেছে তিতাস নদী। উপন্যাসের নায়ক হওয়ার একমাত্র দাবিদার তিতাস নদী।
- 'তিতাস একটি নদীর নাম' লোকসংস্কৃতির আকর গ্রন্থ।

- প্রাচীন এক নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর ঐতিহ্যশালী সংস্কৃতির যে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ উপন্যাসে রয়েছে বাংলা সাহিত্যে তার তুলনা মেলা ভার।

১০.৭ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম

- এই অধ্যায় অধ্যয়ন করে আপনি 'তিতাস একটি নদীর' নাম উপন্যাসের সমাজজীবন সম্পর্কে জানতে পেরেছেন।
- 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসের নামকরণ যথার্থ হয়েছে কিনা বিচার করতে সক্ষম হয়েছেন।
- 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে বিবৃত মালোদের লোকসংস্কৃতির সাথে পরিচিত হয়েছেন।

১০.৮ অতিরিক্ত পঠন

- আচার্য্য, ড. দেবেশ কুমার (২০১৮); বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস; কলকাতা: ইউনাইটেড বুক এজেন্সি
- চট্টোপাধ্যায়, তপনকুমার (আগস্ট,২০১৭); কলকাতা: প্রজ্ঞাবিকাশ
- চট্টোপাধ্যায়, পার্থ (২০০৮); বাংলা সাহিত্য পরিচয় ও সাহিত্য টীকা; কলকাতা: তুলসীপ্রকাশন
- চট্ট্যোপাধ্যায়, হীরেন (সম্পা) (১৪১৫ বঙ্গাব্দ) তিতাস একটি নদীর নাম উপন্যাসেরও; কলকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ
- বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার(২০১৬-২০১৭); বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত; কলকাতা: মডার্ণবুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড
- বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার (২০০২) বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা; কলকাতা: মর্ডাণ বুক এজেন্সী
- বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ (২০১৪); বাংলা উপন্যাসের কালান্তর; কলকাতা : দে'জ
- বিশ্বাস, অচিন্ত্য (২০১৪) প্রসঙ্গ অদ্বৈত মল্লবর্মণ ও তিতাস একটি নদীর নাম কলকাতা : দে'জ
- দাস, অরূপ কুমার (২০০৯) তিতাস স্রষ্টা অদ্বৈত মল্লবর্মণ : জীবন সৃজন ও রূপায়ণ; কলকাতা : করুণা প্রকাশনী

১০.৯ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত

১। "দারিদ্র মাল্যদের নিত্য সঙ্গী।... মারল সমাজের ভেতরকার শ্রেণি দ্বন্দ্বকে নিখুঁত বাস্তবতায় উপন্যাসে তুলে ধরেছেন অদ্বৈত"... গেল যে ভাই সে জানিতে পারিলে কি করিয়া?... অংশ থেকে উপরোক্ত তথ্য নিয়ে উত্তর লিখুন। (১০ম অধ্যায়ের ১০.৩ অংশ দ্রষ্টব্য)

২। "তিতাস একটি নদীর নাম" লোকগীতি ভরপুর।... কবি গানের প্রসঙ্গ রয়েছে".... এই অংশ থেকে সংক্ষেপে আপনার উত্তর তৈরি করুন। (১০ম অধ্যায়ের১০.৫ অংশ দ্রষ্টব্য)

? ১০.১০ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। 'তিতাস একটি নদীর নামের মানুষের জীবনের বাঁচা ও মরার কাহিনি তো নদী অঙ্কিত বিশেষভাবে। একটি সঙ্গত গোষ্ঠীর জীবন কিভাবে নদীর জন্যই ধ্বংস হয়ে গেল তাই দেখানো হয়েছে'। মন্তব্যটি কত দূর গ্রহণযোগ্য আলোচনা করুন।

২। 'এখানে একটি জাতির সমগ্র জীবনের সংরক্ষিত ও সভ্যতার ইতিহাস, তার লোকাচার, সমাজ ও অর্থনৈতিক জীবনের বিন্যাস ,তাদের গীতিময় উত্তরাধিকারী ও ধর্মীয় ঐতিহ্য-সবই অদ্বৈত রচনায় ফুটে উঠেছে।'সমালোচকদের এই মন্তব্যের আলোকে মালোদের সমাজ জীবনের পরিচয় দিন।

৩। 'দাও তিতাস একটি নদীর নাম "উপন্যাসের নামকরণ যথার্থ হয়েছে কি? যুক্তিসহ আপনার মতামত ব্যক্ত করুন।

৪। 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে মালো সমাজের নিজস্ব সংস্কৃতির যে বিস্তৃত বিবরণ রয়েছে তা আলোচনা করুন।

৫। 'তিতাস একটি নদীর নাম" উপন্যাসে মালুদের সাংস্কৃতিক বিপর্যয়ের যে বর্ণনা রয়েছে তা নিজের ভাষায় লিখুন।

*** *** ***